Journal of One Initiative Research and Development
an international multidisciplinary journal
Vol.: 04 Issue: 01 January-June 2025
ISSN: **2958-2776**

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার ধারণা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

The Concept of the Creator in Islam and Hinduism: A Comparative Analysis

Abdus Salam*

***Abdus Salam**, Chief Executive Officer, Darul Arabiyyah Translation and Research Center, Dhaka, Bangladesh, Email: salamiu71@gmail.com

Abstract

The concept of the Creator in Islam and Hinduism presents two distinct theological perspectives. Islam upholds strict monotheism (Tawhid), emphasizing that Allah is the singular, formless, and omnipotent Creator, as described in the Quran. He is beyond human comprehension and has no partners or manifestations. In contrast, Hinduism offers a more diverse understanding of the divine, encompassing monotheism, polytheism, and pantheism. The ultimate reality, Brahman, is formless and infinite; yet, it manifests in various deities, such as Vishnu, Shiva, and Devi, allowing for different paths to the divine. While Islam rejects any form of idol worship, Hinduism embraces symbolic representations to facilitate devotion. Despite these differences, both traditions acknowledge the Creator as the source of existence and uphold the principles of righteousness. This comparative analysis highlights the theological distinctions and shared spiritual values within these two influential religious traditions.

Keywords: Creator, Monotheism, Tawhid, Brahman, Comparative Theology

JEL Classification: Z12, A12, Z10

সারসংক্ষেপ

ইসলাম ও হিন্দুধর্মে স্রষ্টার ধারণা দুটি স্বতন্ত্র ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। ইসলাম কঠোর একেশ্বরবাদ (তাওহিদ) অনুসরণ করে, যেখানে আল্লাহকে একক, নিরাকার ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টা হিসেবে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি মানবীয় অনুধাবনের অতীত এবং তাঁর কোনো অংশীদার বা প্রতিরূপ নেই। অপরদিকে, হিন্দুধর্ম ঐশ্বরিক সত্তার একটি বহুবিধ ব্যাখ্যা প্রদান করে, যা একেশ্বরবাদ, বহুদেববাদ এবং সর্বেশ্বরবাদকে অন্তর্ভুক্ত করে। চূড়ান্ত বাস্তবতা 'ব্রহ্ম' নিরাকার ও অসীম, তবে তা বিষ্ণু, শিব ও দেবীর মতো নানা দেবতায় প্রকাশিত হয়, যা ভক্তির বিভিন্ন পথকে উন্মুক্ত করে। ইসলাম যেখানে প্রতিমাপূজার সকল রূপ প্রত্যাখ্যান করে, সেখানে হিন্দুধর্ম ভক্তির সুবিধার্থে প্রতীকী উপস্থাপনাকে গ্রহণ করে। এসব পার্থক্য সত্ত্বেও, উভয় ধর্মই স্রষ্টাকে অস্তিত্বের মূল উৎস হিসেবে স্বীকার করে এবং ন্যায়পরায়ণতার নীতিকে সমুন্নত রাখে। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ উভয় প্রভাবশালী ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধর্মতাত্ত্বিক ভিন্নতা ও অভিন্ন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপন করে।

Article Info:
Received: 20 February 25
Accepted: 11 May 25
Research Area: Religion
Author's Country: Bangladesh

১.০ ভূমিকা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্ম সর্বদা একটি মৌলিক অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মানবজীবনের নৈতিক মূল্যবোধ, চিন্তাধারা, জীবনদর্শন ও আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মব্যবস্থার মধ্যে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম দুটি প্রধান ও প্রাচীনতম ধারা, যা কোটি কোটি মানুষের জীবনে দিকনির্দেশনা

দিয়ে আসছে। উভয় ধর্মেই স্রষ্টা বা সর্বশক্তিমান সত্তার প্রতি বিশ্বাস মূল বিষয় হিসেবে বিবেচিত, যদিও স্রষ্টার ধারণা, উপাসনার পদ্ধতি এবং মানুষের সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামে স্রষ্টার ধারণা মূলত একত্ববাদ বা তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও নিয়ন্তা। কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর অস্তিত্ব, গুণাবলি এবং মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলামে স্রষ্টার কোনো শরিক নেই, তিনি নিরাকার ও সর্বশক্তিমান। মুসলমানদের বিশ্বাস, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যই মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ।

অন্যদিকে, হিন্দুধর্মে স্রষ্টার ধারণা বহুমাত্রিক ও জটিল। এখানে ব্রহ্মকে সর্বোচ্চ সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বিভিন্ন দেব-দেবীর মাধ্যমে উপাসনা প্রচলিত। বৈদিক যুগ থেকে পুরাণ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের বিকাশে স্রষ্টার ধারণা নানা দার্শনিক রূপ লাভ করেছে। কখনো নিরাকার ব্রহ্ম, আবার কখনো সাকার বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর মাধ্যমে ভক্তি ও উপাসনা প্রকাশ পায়। ফলে হিন্দুধর্মে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক বহুবিধ দৃষ্টিকোণে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই গবেষণায় ইসলাম ও হিন্দুধর্মে স্রষ্টার ধারণা বিশ্লেষণ করা হবে। বিশেষভাবে আল্লাহর একত্ববাদ, গুণাবলি ও নিরাকারতা এবং হিন্দু ধর্মে বহুদেব-দেবীর ভূমিকা আলোচনার মাধ্যমে একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হবে, দুই ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি কোথায় অভিন্ন এবং কোথায় ভিন্ন, এবং মানবজীবনে স্রষ্টার ধারণা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

২.০ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য: ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে স্রষ্টার ধারণা ও বিশ্বাসসমূহের পর্যালোচনা।

৩.০ সাহিত্য পর্যালোচনা

ধর্মতাত্ত্বিক গবেষণায় স্রষ্টার ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ইসলাম ও হিন্দুধর্মে স্রষ্টার ধারণা নিয়ে বহু গবেষণা ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই অংশে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো:

আবুল আ'লা মওদূদী, *তাওহীদ রেসালাত ও আখিরাত* (১৯৭০)- এ গ্রন্থে লেখক ইসলামে তাওহীদের মূল দর্শন, আল্লাহর একত্ববাদ, গুণাবলি এবং মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। মুসলমানদের জীবন-ব্যবস্থায় তাওহীদের কেন্দ্রীয় গুরুত্বও এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

ইসমাইল রাজী আল-ফারুকী, *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life* (U.S.A.: International Institute of Islamic Thought, 1982)- এখানে স্রষ্টার একত্ব ও নিরাকার ধারণাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, তাওহীদ শুধু বিশ্বাস নয়, বরং জ্ঞান, নৈতিকতা ও সভ্যতার ভিত্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ, *The Complete Works of Swami Vivekananda* (Calcuta: Advaita Ashrama, 10th Edi., 1957)- হিন্দুধর্মে স্রষ্টার বহুমাত্রিক ধারণা, ব্রহ্মের নিরাকার রূপ এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর মাধ্যমে ভক্তিমূলক উপাসনার ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যায়। তিনি হিন্দু দর্শনের আধ্যাত্মিক দিক ও মানবমুক্তির ধারণাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণণ, এস., *Indian Philosophy* (London: George Allen & Unwin, 1923)- ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে ব্রহ্ম, আত্মা, সৃষ্টির ধারণা এবং হিন্দু ধর্মীয় চিন্তায় সাকার ও নিরাকার স্রষ্টার ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

এ.কে. আজাদ, *ধর্ম ও সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)- লেখক ইসলাম ও হিন্দুধর্মের তুলনামূলক দিকগুলো আলোচনা করেছেন। বিশেষত স্রষ্টা, উপাসনা এবং নৈতিকতার বিষয়ে দুই ধর্মের মৌলিক পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন।

মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *Introduction to Islam* (Paris: Centre Culturel Islamique, 1957)- ইসলামী দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব, গুণাবলি এবং উপাসনার ধারণা এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে সহায়ক।

উপরিউক্ত সাহিত্যসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম স্রষ্টার একত্ব ও নিরাকারতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে, অন্যদিকে হিন্দুধর্মে স্রষ্টার ধারণা বহুমাত্রিক, যেখানে নিরাকার ব্রহ্ম ও সাকার দেব-দেবীর উপাসনা উভয়ই স্থান পেয়েছে।

৪.০ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে মূলত দুই ধরনের উৎস ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে কুরআন, হাদীস, বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও পুরাণ থেকে স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কিত তথ্য নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ক উৎস হিসেবে ইসলামী চিন্তাবিদ, হিন্দু দার্শনিক এবং আধুনিক গবেষকদের গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে– (১) বর্ণনামূলক পদ্ধতি: উভয় ধর্মে স্রষ্টার ধারণা বর্ণনা করা হয়েছে, (২) তুলনামূলক পদ্ধতি: সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, (৩) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি: বিভিন্ন দার্শনিক মতামত সমালোচনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যগুলো বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপসংহার টানা হয়েছে। তবে গবেষণার সীমাবদ্ধতা হিসেবে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সব সম্প্রদায়ের বিশদ ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি; মূলত মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ধারণাগুলো নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

৫.০ স্রষ্টার পরিচিতি:

৫.১ আভিধানিক অর্থ

স্রষ্টা শব্দের আরবি ‘الخالق’ এটি اسم الفاعل এর ছিগাহ। الخالق শব্দটি ‘خلق’ মূলধাতু থেকে নির্গত। মূল অক্ষর خ-ل-ق সৃষ্টি করা, তৈরি করা, গঠন করা। ইব্‌ন মানযূর (ابن منظور) আল-ইফরীকী (রহ.) বলেন, ‘الخالق: المُقَدِّرُ لِلشَّيْءِ عَلَى مَا يُرِيدُهُ’ যিনি কোনো কিছুকে তার ইচ্ছামত পরিমাপ করে নির্ধারণ করেন। (ইব্‌ন মানযূর ১৯৯৩) আল-মু‘জামুল ওয়াসিত (المعجم الوسيط) গ্রন্থ প্রনেতা বলেন,‘ الخالق: الذي يَخْلق الأشياء من العدم’ যিনি কিছু না থাকা থেকে জিনিস সৃষ্টি করেন। القاموس المحيط

(الفيروزآبادي) লেখক বলেন,'الخالق: البارئ ،المصور، المُبدِع' যিনি সঠিকভাবে গঠনকারী, আকৃতি দানকারী, নতুনভাবে সৃষ্টিকারী।

৫.২ পারিভাষিক অর্থ

ইব্‌ন মানযূর (ابن منظور) আল-ইফরীকী (রহ.) বলেন,"الخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة" আল-খালিক হলেন সেই সত্তা যিনি সকল বস্তুকে জ্ঞানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করেন ও সৃষ্টির প্রকৃত নিয়ম অনুযায়ী গঠন করেন। (ইব্‌ন মানযূর ১৯৯৩) المعجم الوسيط (২০২৩) গ্রন্থ প্রনেতা বলেন,"الخالق هو الذي أوجد الأشياء جميعها من العدم وخصَّها بصفات معينة" আল-খালিক হলেন তিনি যিনি সকল কিছুকে অস্থিত্বহীন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক সৃষ্টিকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। তাজুল আরূস (২০১১) গ্রন্থ প্রনেতা বলেন, الخالق هو المنشئ للأشياء على غير مثالٍ سابق আল-খালিক হলেন সেই সত্তা যিনি কোনো পূর্ববর্তী উদাহরণ ছাড়া নতুনভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন। ইমাম আল-কুরতুবি الجامع لأحكام القرأن গ্রন্থে বলেন,'الخالق هو المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سب' তিনি হলেন সেই সত্তা যিনি কোনো পূর্ববর্তী অনুরূপ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। (কুরতুবি ২০১৪)

সুতরাং যিনি কোনো কিছুর অস্থিত্ব ছাড়া, নিজের মতো করে, কোনো মাধ্য ছাড়া সৃষ্টি করেন তিনি হলেন খালেক।

৫.৩ ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম (إِسْلَامٌ) শব্দটি 'সিলমুন' (سِلْمٌ) শব্দমুল থেকে উদ্ভুত, এটি বাবে إفعال-এর মাসদার। (আযহারী ১৯৯৩; মা'লূফ ১৯৯০; wehr 1976) আভিধানিক অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা, আপস করা, বিরোধ পরিহার করা। (মোস্তফা ১৯৯৬; আল-ফারাহীদী ১৪১৪) ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী (রহ.) বলেন, الإِسْلَامُ وَالإِسْتِسْلَامُ الإِنْقِيَادُ "ইসলাম এবং ইসতিসলাম অর্থ অনুগত হওয়া।" (ইব্‌ন মানযূর ১৯৯৩) অভিধানবিদগণ বলেন- التسليم والإسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد والإباء والعناد "নিশ্চিতভাবে এবং বশ্যতা স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করা, নিজেকে সোপর্দ করা এবং নাফরমানী, অস্বীকার ও বিরোধিতা পরিহার করাকে ইসলাম ও ইসতিসলাম বলে।" (আল-গাযালী ১৯৯৩)

৫.৪ পরিভাষায়

ইসলাম অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য করা বা অনুগত হওয়া এবং তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। (ইসলাম ২০০৩) ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী (১৯৯৩) বলেন, والإسلام من الشريعة إظهار الخضوع وإظهار الشريعة وإلتزام ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يحقن الدم ويستدفع به المكروه. "শরী'আতের পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে, আনুগত্য প্রকাশ করা, প্রকাশ্যভাবে শরী'আতের আহকাম পালন করা এবং নবী করীম (সা.) যা যা নিয়ে আগমন করেছেন সে সব আকড়ে ধরে। আর এরই মাধ্যমে তার রক্ত সংরক্ষিত হয় এবং অপছন্দনীয় বস্তু থেকে রক্ষা পায়।"

সুতরাং ইসলাম হল- মনে প্রাণে, মৌখিকভাবে এবং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে সাক্ষ্য দান করা যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। ইসলাম দ্বারা আরও বুঝায়- ঈমানের ছয়টি আরকান-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের উপর আমল এবং এতৎসমুদয় ক্ষেত্রে ইহসান অবলম্বন করা।

৫.৫ হিন্দু পরিচিতি:

সংস্কৃত সিন্ধু শব্দ থেকে হিন্দু শব্দটি উৎপত্তি লাভ করে। সিন্ধু ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নদীর নাম। হিন্দুধর্ম গ্রন্থে এ নদী সম্পর্কে অনেক প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। এ নদীর অববাহিকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে হিন্দু নামে বোঝানো হয়েছে। (ব্যোত্তজ ১৪১২ব.) হিন্দুধর্ম মূলত একটি ব্যবহারিক ধর্মচেতনা। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে অনেক প্রথা, সংস্কার ও আদর্শ। (Hexham 1998)।

ড. টি. কে ভেনকাটেশ ওয়ান (Venkastes Waran) হিন্দুধর্মের পরিচয়ে বলেন, Hinduism is the oldest and perhaps the most complex of all the living, historical world religions. It has no one single identifiable founder. The actual names found for the religon in the Hindu scriptures are Vedic Religion (Beverslues 1995, p.40). হিন্দুধর্ম অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক ও বিশ্বজনীন ধর্ম। সুনির্দিষ্টভাবে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই জটিল। এই ধর্মের একক কোন প্রবর্তক নেই। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বৈদিক ধর্ম হিসেবে এ ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উইকিপিডিয়া (আরবি) আল-হুনদুসিয়্যাহ হিন্দুধর্মের পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে,

وهي مجموعة من العقائد والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا .. الحاضر، ولا يوجد لها مؤسس معين تنتسب إليه شخصياً وإنما تشكلت عبر امتداد كثير من القرون، أحد أصولها العصور الحديدية، ولذلك فكثيراً ما يطلق عليها أقدم ديانة حية في العالم المباشرة هي ديانة فيدا التاريخية منذ هند

১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ সময় অতিক্রমণের মধ্য দিয়ে কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারসমষ্টির দ্বারা গঠিত ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলা যায়। এর নির্দিষ্ট কোন ধর্ম প্রবর্তক নেই। এ ধর্মকে ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্ম বলা হয় যা প্রস্তর যুগে ভারতবর্ষে উৎপত্তি লাভ করে। এজন্য অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ এ ধর্মকে পৃথিবীতে অতি প্রাচীন ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (হোসেন ২০২৩, পৃ.৩৫৫)।

Concise Dictionary of Religion গ্রন্থে হিন্দুধর্মের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, Hinduism a diverse group of Religious Traditions consisting of numerous cult Movement, Beliefs, Rituals, Practices and the caste system which often have little in common but their origin and location within the Indian subcontinent (Hexham 1998, p.104). হিন্দুধর্ম বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মানুষ্ঠান, অভ্যাস এবং বর্ণব্যবস্থা ও বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের সমষ্টি যা সাধারণত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। এ ধর্মের উৎপত্তিস্থল দেখা যায় ভারতীয় উপমহাদেশে।

স্বামী বিষ্ণু শিবানন্দ গিরি রচিত হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে তিনটি বিশেষণে সংজ্ঞায়িত করেছেন, "ভারতে উদ্ভূত কোন ধর্মে যিনি বিশ্বাস করেন, সিন্ধু নদ থেকে সাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত ভারত ভূমিকে যিনি পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলে স্বীকার করেন, হিংসায় যার চিন্তা ব্যথিত হয় তিনিই হিন্দুধর্মাবলম্বী। নিঃসন্দেহে এই সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। যিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় নিষ্ঠাবান, গো-বৎস, দেবকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করেন, দেবমূর্তির অবজ্ঞা করেন না, সকল ধর্মকে সমাদর করেন, পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, মুক্তিপ্রয়াসী এবং সর্বজীবনকে আত্মবৎ মনে করেন তিনিই হিন্দুধর্মাবলম্বী (গিরি ১৯৫৩)।"

৫.৬ ইসলাম ধর্মে স্রষ্টার ধারনাঃ

ইসলাম ধর্মে স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' নামে ডাকা হয়। এই নাম কেবলমাত্র একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও উপাস্যর জন্য নির্ধারিত। তিনি নিজের পরিচয় নিজেই 'আল্লাহ' নামে তুলে ধরেছেন। তবে এছাড়া তাঁর আরো ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। তিনি আছেন চিরন্তনভাবে, ছিলেন সবার আগে, থাকবেন সবার পরেও। তিনি নিরাকার কিন্তু সৃষ্টির প্রতিটি কণায় তাঁর সত্তার ছোঁয়া। মানুষ যখন নতমুখে তাঁর দরজায় সিজদায় পড়ে, তখন নিঃশব্দে উত্তর আসে 'আমি খুব নিকটে আছি। ফরাসি চিকিৎসক ও গবেষক ড. মরিস বুকায় (Maurice Bucaille) বলেন, The concept of God in Islam is rational, simple and pure — no anthropomorphism, no myth, no idol. It is the most scientific concept of a Creator (Bukaili 1976, p.172).

মুসলিমরা স্রষ্টাকে আরবিতে 'আল্লাহ' বলে ডাকে। ইংরেজীতে God বলে ডাকেনা। কারণ ইংরেজি God শব্দটাকে অনেক রুপান্তর করা যায়। যেটাকে আরবিতে করা যায় না। God এর সাথে S যোগ করলে অনেক গুলো God বুঝায়। আল্লাহর কোনো বহুবচন নেই। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। যদি God এর সাথে DS যোগ করা হয় তাহলে মহিলা স্রষ্টা হয়ে যায়। অথচ ইসলামে মহিলা স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই। আল্লাহর কোনো জেন্ডার নেই। God এর সথে যদি Father যোগ করা হয় তাহলে স্রষ্টার পিতা হয়। অথচ আল্লাহর অভিভাবত বলতে কিছু নেই। ইংরেজীতে God শব্দে প্রকৃত অর্থে স্রষ্টাকে না বুঝানোর কারণেই আরবীতে আল্লাহ শব্দের সঠিক ও যথার্থ অর্থ বুঝায়।

৫.৭ আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ)

তাওহীদ শব্দটি (وحد) ক্রিয়ামূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কোনো জিনিসকে একক হিসেবে নির্ধারণ করা। 'না' বাচক ও 'হ্যাঁ' বাচক উক্তি ব্যতীত এটির বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ একককৃত বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তু হতে কোনো বিধানকে অস্বীকার করে একককৃত বস্তুর জন্য তা সাব্যস্থ করা। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলব, " اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ " আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী (আল-কুরআন, ৪:২৫৫)। একথার সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতীত কোনো ব্যক্তির তাওহীদ পূর্ণ হবে না। যিনি অনাদি অনন্ত, যাঁর শুরু নেই, শেষ নেই, লয়-ক্ষয় ও পরিবর্তন নেই, কিছুই ছিল না, তিনি ছিলেন, সবকিছু ফানা হয়ে যাবে, তিনি থাকবেন, তিনি সব সৃষ্টির খালিক ও মালিক, সৃজন, লালন-পালন, সংরক্ষণ ও ধ্বংস সাধন যাঁর এখতিয়ার, সেই অদ্বিতীয় সত্তার নাম 'আল্লাহ'। আল্লাহ একাই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ আল্লাহ ছাড়া

কোনো স্রষ্টা আছে কী? যে তোমাদেরকে আকাশ ও জমিন হতে জীবিকা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই (আল-কুরআন, ৩৫:০৩)। কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে গবেষণা করে আলিমগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাওহীদ তিন প্রকারের মাঝে সীমিত। তা হলো- তাওহীদুর রুবূবীয়্যাহ, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ, তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

৫.৮ তাওহীদুর রুবূবীয়্যাহ

সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক হিসাবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে রুবূবীয়্যাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার ওপর কোনো আশ্রয় দাতা নেই (আল-কুরআন, ২৩:৮৮)। মানুষের রাজত্ব ও মুলুকিয়ত খুবই সীমিত। আর আল্লাহর মালিকান ও রাজত্ব সর্বব্যাপী এবং সকল বস্তুকে বেষ্টনকারী। তিনি তাঁর রাজত্বে যা ইচ্ছা, তাই করেন। তাঁর কর্মের কৈফিয়ত তলব করার মতো কেউ নেই। অথচ সকল মানুষ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক এবং পরিচালক। তিনি সকল মাখলূকাত এবং আসমান-যমিনের সব কিছু পরিচালনা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ সৃষ্টি করা ও আদেশ দানের মালিক একমাত্র তিনি। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তা'আলা অতীব বরকতময় (আল-কুরআন, ০৭:৫৪)। আল্লাহর এ পরিচালনা সর্বব্যাপী। কোনো শক্তিই আল্লাহর পরিচালনাকে রুখে দিতে পারে না।

৫.৯ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ

এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার নাম তাওহীদে উলুহিয়্যাহ। মানুষ যেভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে এবং নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে, অনুরূপ অন্য কাউকে ইবাদাতের জন্য গ্রহণ না করা। মানুষ যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ইবাদাতের কোনো অংশই পেশ না করে সদাসর্বদা রাসূলগণ তাদের উম্মতদেরকে এ আদেশই দিতেন। চাই সে হোক নৈকট্যশীল ফিরিশতা, আল্লাহর প্রেরিত নবী, আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ ওলী বা অন্য কোনো মাখলুক। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি এ প্রকার তাওহীদে ত্রুটি করবে সে কাফির মুশরিক। যদিও সে তাওহীদে রুবূবীয়্যাহ এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। সুতরাং কোনো মানুষ যদি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকারী একমাত্র মালিক এবং সব কিছুর পরিচালক কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতে যদি অন্য কাউকে শরীক করে তবে তার এ স্বীকৃতি ও বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ নিশ্চয় যে ব্যক্তি শির্কে লিপ্ত হবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই (আল-কুরআন, ৫:৭২)।

৫.১০ তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন সে সমস্ত নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেওয়া। আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন তাতে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, তার ধরণ বর্ণনা এবং কোনো রূপ উদাহরণ পেশ করা ব্যতীত আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করার মাধ্যমেই এ তাওহীদ

বাস্তবায়ন হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, অন্তর ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে (আল-কুরআন, ১৭:৩৬)। আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সকল বস্তুর তিনি একমাত্র মালিক। সূচনা থেকেই সকল বস্তুর ওপর তাঁর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং সকল বস্তুর বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ এবং তাঁর মালিকানা বহাল থাকবে।

৫.১১ কুরআন ও হাদিসে স্রষ্টার পরিচয়

আকাশের অসীম নীলিমা, নদীর নিরবধি ধারা, নিসর্গের নিখুঁত ভারসাম্য-এই সবিই কোন মহাজ্ঞানী সত্তার নিপুণ নির্দেশনায় চলছে। মানুষ যখন নিজের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে শেখে তখন প্রশ্ন জাগে: "কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? কে এই বিশ্বজগতের নিখুঁত পরিচালক?" এই প্রশ্নের উত্তরে মিলবে এক অনন্য স্রষ্টার পরিচয়। তিনি আছেন অদৃশ্যে, অথচ সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁর কোনো শরীর নেই কিন্তু তাঁর কুদরতের ছোঁয়া আছে প্রতিটি প্রাণে প্রতিটি কণায়। তিনি শব্দ ছাড়াও শুনেন রূপ ছাড়াও দেখেন। যিনি গোপনে ফোঁটা একটি ফুলের ঘ্রাণও জানেন, যিনি দুনিয়ার প্রতিটি কান্না ও হাসির খবর রাখেন তিনি আমাদের স্রষ্টা 'আল্লাহ'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তারই মতো, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না (আল-কুরআন, ১৬:১৭)। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। হাদিসে শরীফে উল্লেখ আছে, قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ রাসূল (সা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে একশত থেকে একটি কম। যে ব্যক্তি সেগুলো সংরক্ষণ করবে (মুখস্থ করবে, বুঝবে ও আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (বুখারী ১৯৮৭, ৬৪১০, ১/৫৯৬২)। অন্য হাদিসে উল্লেখ আছে, قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قالَ اللَّهُ تَعَالَى: "أَنَا عِندَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُم রাসূল (সা.) বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার উপর আছি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে লোকসমক্ষে স্মরণ করে, আমি তাকে তার চাইতেও উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি (বুখারী ১৯৮৭, ৭৫০৫, ১/৬৪২০)।

৫.১২ আল্লাহর গুণাবলি (আসমাউল হুসনা)

আল্লাহ নিজের জন্য যে নাম নির্ধারণ করেছেন এবং নিজেকে যে সবগুণে গুণান্বিত করেছেন সে সব নাম ও গুণাবলীর ওপর ঈমান আনয়ন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার অন্যতম একটি নাম হচ্ছে (الحي القيوم) এ নামের ওপর ঈমান রাখা আমাদের ওপর ওয়াজিব। এ নামটি আল্লাহর একটি বিশেষ গুণেরও প্রমাণ বহন করে। তা হচ্ছে আল্লাহর পরিপূর্ণ হায়াত। যা কোনো সময় অবর্তমান ছিলনা এবং কোনো দিন শেষও হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব। তিনি সবসময় আছেন এবং সমস্ত মাখলুকাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকবেন। তাঁর কোনো ধ্বংস বা ক্ষয় নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা

সর্বদ্রষ্টা (আল-কুরআন, ৪২:১১)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ বলুন, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালংঘন এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা- যার কোন সনদ তিনি নাযিল করেননি। আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না (আল-কুরআন, ৭:৩৩)।

আল্লাহর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিফাতের হলো, ‘আরশের উপরে উঠা’ কুরআনের সাতটি স্থানে আল্লাহ তা‘আলা উল্লেখ করেছেন যে তিনি আরশের উপরে উঠেছেন। প্রত্যেক স্থানেই ‘ইসতাওয়া’ (استوى) এবং ‘আলাল আরশি’ (على العرش) শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। আমরা যদি আরবি ভাষায় ইসতিওয়া শব্দটি অনুসন্ধান করতে যাই তবে দেখতে পাই যে (استوى) শব্দটি যখনই (على) অব্যয়ের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে তখনই তার অর্থ হয়েছে (الارتفاع) বা (العلو) অর্থাৎ ‘উপরে উঠা’। এটা ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে তখন তার ব্যবহার হয় না। সুতরাং الرَّحْمَنُ على العَرْشِ استوى এবং এর মতো অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা তিনি তাঁর আরশের উপর রয়েছেন যা বিশেষ একপ্রকার উপরে থাকা। তার সৃষ্টি জগতের উপরে সাধারণভাবে উপরে থাকার চেয়ে ভিন্নতর। আর এ উপরে থাকার বিষয়টি আল্লাহর জন্য প্রকৃত অর্থেই সাব্যস্ত। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার জন্য যেমনভাবে উপযুক্ত সেভাবেই তিনি আরশের উপরে উঠেছেন। আল্লাহর আরশের উপরে হওয়া যা মানুষের খাট-পালং ও নৌকায় আরোহনের সাথে কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا تَرْكَبُونَ - لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ - وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ- তিনি তোমাদের আরোহনের জন্য সৃষ্টি করেন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু; যাতে তোমরা তার উপর আরোহণ করতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বস এবং বল পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের জন্য বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো (আল-কুরআন, ৪৩:১২-১৪)। সুতরাং মানুষের কোনো জিনিসের উপরে উঠা কোনো ক্রমেই আল্লাহর আরশের উপরে হওয়ার সদৃশ্য হতে পারে না। কেননা আল্লাহর মতো কোনো কিছু নেই।

৫.১৩ আল্লাহর নিরাকার ধারণা

আল্লাহর নিরাকার ধারণা (আল্লাহ রূপহীন, শরীরবিহীন, তুলনাহীন) ইসলামী তাওহীদের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ইসলামের অন্যতম একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো স্রষ্টার ও সৃষ্টির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টির মতো নন, আর কেউ তাঁর মতো নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ ইয়াহূদীরা বলে আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে বরং তাদের হাতই বন্ধ। তাদের উক্তির দরুন তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়েছে বরং আল্লাহর উভয় হাত সদা উন্মুক্ত যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন (আল-কুরআন, ৫:৬৪)। এখানে আল্লাহ তা‘আলা নিজের জন্য দু’টি হাত সাব্যস্ত করেছেন। যা দানের জন্য সদা প্রসারিত। সুতরাং আল্লাহর দু’টি হাত আছে। এর ওপর ঈমান আনতে হবে কিন্তু আমাদের উচিৎ আমরা যেন অন্তরে আল্লাহর হাত কেমন হবে সম্পর্কে কোনো কল্পনা না করি, কথার মাধ্যমে যেন তার

ধরণ বর্ণনা না করি ও মানুষের হাতের সাথে তুলনা না করি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ কোনো কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা (আল-কুরআন, ৪২:১১)। এই আয়াতে আল্লাহর অনন্যতা ও নিরাকারতা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে ঘোষিত হয়েছে। কোনো কিছুই তাঁর মতো নয় অর্থাৎ তাঁর রূপ, আকৃতি, গঠন, সীমা ইত্যাদি কিছুই মানুষের বোধগম্য 'সাদৃশ্যের' মধ্যেও পড়ে না। হাদিসে উল্লেখ আছে, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ: قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ রাসূল (সা.) বলেন, ইহসান হলো তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো। যদিও তুমি তাঁকে দেখতে পাও না নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন (মুসলিম ২০০৫, ৮, ৮/৬০৬)।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) বলেন, وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير، لا يبلغه الواصفون صفته، صفاته منه وله، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال، ونصفه كما وصف نفسه، ولا نتعدى ذلك তিনি যেমনভাবে নিজেকে বর্ণনা করেছেন তিনিই তেমন- তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। তাঁর জন্য কোনো সীমানা বা পরিমাপ নেই। বর্ণনাকারীরা তাঁর গুণাবলি পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম। তাঁর গুণাবলি তাঁরই পক্ষ থেকে এবং তাঁরই জন্য। আমরা কুরআন ও হাদীসের সীমা অতিক্রম করি না। যা তিনি বলেছেন আমরা তাই বলি; তিনি যেমনভাবে নিজেকে বর্ণনা করেছেন সে ভাবেই তাঁকে বর্ণনা করি। এর বাইরে আমরা যাই না (তাইমিয়াহ ১৪২৬, ৫/১২৮)। ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, যে আল্লাহকে কল্পনা করার চেষ্টা করে, সে কল্পিত কিছু উপাসনা করে; কারণ আল্লাহ ইন্দ্রিয় ও কল্পনার গন্ডির বাইরে (আল-গাজালী ২০২১, ৩/২৪৭)। ইমাম ইবনে তাবারী (রহ.) তার বিখ্যাত তাফসীরে তিনি বারবার বলেছেন, আল্লাহর কোনো গঠন, আকৃতি, সীমা নেই তিনি কেবল তাঁর গুণাবলিতে পরিচিত (আত-তাবারী ১৩২১হি., ১৮/১৭৫)। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, আল্লাহ যা বলেছেন আমি তা মানি এবং যেমন বলেছেন তেমনই মানি। তবে কিভাবে তা জানি না।

৫.১৪ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও উপাসনার নিয়ম

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও উপাসনার নিয়ম ইসলামী জীবনের অন্যতম মূল ভিত্তি। এ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাওহীদ, ইবাদত, তাকওয়া, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমারই ইবাদতের জন্য (আল-কুরআন, ৫১:৫৬)। এই আয়াতে স্পষ্ট করে যে, মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। অন্যত্রে বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলুন, আমার নামাজ, কুরবানী, জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক (আল-কুরআন, ৬:১৬২)। একজন মুমিনের জীবনের প্রতিটি দিক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত। রাসূল (সা.) বলেন, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ.

যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তাকে মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করলে তিনি বান্দাকে মানুষের কষ্ট থেকে রক্ষা করে। (আদ-দারেমী ১৯৯৩, ২৭৬, ১/৫১০।) বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম (২০০৮) বলেন, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করা তাঁর উপর ভরসা করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা কর (আযম ২০০৮, পৃ.০৪)। তিনি আরো বলেন, এই সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন, চিন্তা ও গবেষণা এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

আল্লাহকে স্মরণ করা তার গুনগিত্তন করা বান্দা হিসেবে এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব সেজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ আর যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে তখন তাদের বলো; আমি তো খুব নিকটে। যখন কেউ আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সৎপথে চলতে পারে (আল-কুরআন, ২:১৮৬)। বান্দা তার প্রভুকে বিভিন্ন ভাবে উপাসনা বা কৃতজ্ঞা প্রকাশ করতে পারে। যে গুলো কিছু ফরজ, সুন্নাত ও নফলের ইবাদাতের মধ্যে সামিল। যেমন, নামাজ, রোজা, কুরআন অধ্যায়ন, সৎ কাজ, জিকির, তাকওয়া, একনিষ্ঠতা, তাওবা ইত্যাদি।

৫.১৫ হিন্দুধর্মে স্রষ্টার ধারনা

হিন্দুধর্মে স্রষ্টার ধারণা একটু জটিল ও বহুস্তরবিশিষ্ট বিষয়। যদিও হিন্দুধর্ম বহুদেববাদীর (polytheistic) ধর্ম হিসেবে পরিচিত, তথাপি এর বিভিন্ন দর্শন ও শাস্ত্রে একত্ববাদের (monotheism) স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রখ্যাত জার্মান ভারতবিদ ফ্রিডরিখ ম্যাক্স মুলার হিন্দুধর্মে বিশ্লেষণ করে বলেন, The Vedic religion may be said to stand midway between the worship of one God and the worship of many gods—it is Henotheism, or Kathenotheism, i.e. a belief in many gods, with the acknowledgment of one god at a time as supreme (Müller 1878, p.409). হিন্দুধর্ম বহু দেবতাবাদের (polytheism) মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাদের (monotheism) ধারণার দিকে ধাবিত এবং হেনোথেইজম (henotheism)। তারা বহু দেবতাকে মানে কিন্তু মূল বিশ্বাস এক পরমসত্তায়।

হিন্দুধর্মের গ্রন্থ গুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'Before this world was manifest there was only existence, one without a second.' স্রষ্টা মাত্র এক জনই দ্বিতীয় কেউ নেই (Chandogya Upanishad Ch.6 See.2 v.1)। ধর্ম গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে, 'He has no parent, nor is there anyone superior to Him.' লোকে জানে আমি কখনো জন্মায়নি, কখনো উদ্ভূত হয়নি, এই বিশ্বজগতের সর্বময় প্রভু তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন (Gita Ch.10 v.3)। স্রষ্টার একেশ্বরবাদ 'monotheism' সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের কোন বাবা মা নেই, তার কোন প্রভু নেই, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোন বাবা নেই। তার কোন মা নেই তার চেয়ে বড় কেউ নেই (Shvetashvatara Upanishad Ch.6 v.9)। আরো বলা হয়েছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের

কোন প্রতিমা নেই, কোন প্রতিমূর্তি নেই, কোন প্রতিকৃতি নেই, কোন রূপক নেই, কোন ফটোগ্রাফ নেই, তার কোন ভাস্কর্য নেই, কোন মূর্তি নেই (Shvetashvatara Upanishad Ch.4 v.19)।

ধর্ম গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে, His form is not to be seen; no one sees Him with the eye. সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে কেউ দেখতে পায়না (Shvetashvatara Upanishad Ch.4 v.19)। স্রষ্টার উপাসনা নিয়ে আরো বলা হয়েছে, Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. সেইসব লোক যাদের বিচার বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে জাগতিক আকাঙ্খা তারা অপদেবতার উপাসনা করে (Gita Ch.7 v.20)। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যেসব মানুষের বিচার বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে জাগতিক আকাঙ্খা তারাই মূর্তিপূজা করে। আরো বলা হয়েছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোন মূর্তি নেই (Yajurveda Ch.32 v.3)। He is formless and pure. সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরাকার ও পবিত্র (Yajurveda Ch.40 v.8)। সৃষ্টিকর্তা সুমহান (Yajurveda Ch.40 v.9)। ধর্ম গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে, সত্য একটাই ঈশ্বর একজনই জ্ঞানীরা ঈশ্বরকে অনেক নামে ডাকেন। আর একে একে ৩৩টি আলাদা নামে ঈশ্বরকে ডাকা হয়েছে। যেমন- ব্রহ্ম, পরমাত্মা, বিষ্ণু , শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বসুদেব ইত্যাদি (Rigveda Bk.1 Hymn.164 v.46)। 'আল্লাহ' শব্দটি বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে, এমনকি হিন্দু ধর্মেও বলা হয়েছে স্রষ্টার একটি নাম দেয়া হয়েছে 'আল্লাহ' (Rikgveda Bk.2 Hymn.1 v.11)। ধর্ম গ্রন্থে বলা হয়েছে, একটা আলাদা উপনিষদ আছে যার নাম আল্লাহ উপনিষদ (Rikgveda Bk.9 Hymn.67 v. 30)। বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ গ্যাভিন ফ্লাড (Gavin Flood) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের ধারণা এক ও অভিন্ন যা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। দ্বৈত বেদান্ত (Dvaita Vedanta) মাধ্বাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই দর্শনে বিষ্ণুকে সর্বোচ্চ ও একমাত্র ঈশ্বর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই দর্শনে আত্মা ও ঈশ্বর পৃথক সত্তা তবে ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান।

৫.১৬ হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেব-দেবীর ভূমিকা

হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বহু দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা। প্রতিটি দেব-দেবীকে নির্দিষ্ট শক্তি, দায়িত্ব বা কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতীক হিসেবে মান্য করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেব-দেবীরা হচ্ছেন– ১. ব্রহ্মা- সৃষ্টির দেবতা। তিনি মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও সৃজনকার্য সম্পাদন করেন। ২. বিষ্ণু- সংরক্ষণের দেবতা। তাঁর দায়িত্ব হলো বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ৩. শিব- বিনাশ ও পুনর্জন্মের দেবতা। তিনি সৃষ্টির সমাপ্তি ঘটান এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির পথ উন্মোচন করেন। তপস্যা ও যোগের সাথেও তিনি সম্পর্কিত। ৪. দুর্গা- শক্তির প্রতীক দেবী। তিনি অশুভ শক্তি ও অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শুভ শক্তির জয় নিশ্চিত করেন। ৫. লক্ষ্মী- সম্পদ, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির দেবী। তিনি বিষ্ণুর পত্নী এবং ঘর, ধন, সৌন্দর্য ও ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে পূজিত। ৬. সরস্বতী- জ্ঞান, বিদ্যা, কাব্য ও সংগীতের দেবী। তিনি ব্রহ্মার পত্নী এবং শিক্ষার ও প্রজ্ঞার প্রতীক। ৭. কালী- সময়, মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবী। তিনি দুর্গার এক ভয়ঙ্কর রূপ এবং শক্তির প্রতীক। ধ্বংস ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির সূচনা তাঁর অন্যতম দিক। হিন্দু দার্শনিক স্বামী

বিবেকানন্দের মতে, These deities are not merely symbols. They are the personifications, the expression, the language of the soul. Each one is a manifestation of the Divine, representing a particular aspect or function of nature. "এই দেবতারা কেবল প্রতীক নন; তাঁরা আত্মার ভাষা, আত্মার প্রকাশ ও তার জীবন্ত রূপায়ণ। প্রত্যেক দেবতা হলো ঐশ্বরিক সত্তার একেকটি দিকের প্রতিফলন, যা প্রকৃতির নির্দিষ্ট কোনো দিক বা কার্যকে উপস্থাপন করে (Vivekananda 1907)।" সুতরাং দেব-দেবীরা মূলত প্রতীক তাদের শক্তি আমাদের জীবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রবাহকে প্রকাশ করে। যেমন- শিব ধ্বংসের মাধ্যমে নতুন সৃষ্টির পথ তৈরি করেন।

৫.১৭ হিন্দুধর্মে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও উপাসনার নিয়ম

হিন্দুধর্মে স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এক গভীর ও অন্তরঙ্গ বিষয়। এ ধর্ম বহুমাত্রিক ভাবনায় সমৃদ্ধ হওয়ায় স্রষ্টাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করা হয়। কখনো তিনি ব্যক্তিগত ঈশ্বর বা ইষ্টদেবতা হিসেবে, কখনো নিরাকার ব্রহ্ম রূপে, আবার কখনো দেবদেবীর মাধ্যমে বা শক্তি হিসেবে সর্বত্র বিরাজমান রূপে প্রতিভাত হন।

হিন্দুধর্মে স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মূলত ভক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠে। ভক্তি মানে শুধু আনুষ্ঠানিক উপাসনা নয়; বরং এর মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ নিহিত। ভক্তরা স্রষ্টাকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপলব্ধি করেন। কেউ দাসের মতো নিজেকে ঈশ্বরের অনুগত সেবক হিসেবে দেখে (হনুমান ও রামের সম্পর্ক), কেউ বন্ধুর মতো সখ্য অনুভব করে (সুদামা ও কৃষ্ণের বন্ধুত্ব), আবার কেউ মাতৃত্বসুলভ স্নেহে ঈশ্বরকে সন্তানরূপে ভাবেন (যশোদার চোখে কৃষ্ণ)। অন্যদিকে, মাধুর্যভাব বা প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কও ভক্তির এক অনন্য রূপ, যার উজ্জ্বল উদাহরণ রাধা ও কৃষ্ণ। প্রতিটি ভক্তিভাব মানুষকে স্রষ্টার আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলে এবং তাকে আধ্যাত্মিক সান্নিধ্যের স্বাদ দেয়। হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে কেউ সাকার রূপে দেবদেবীর মাধ্যমে পূজা করেন, আবার কেউ নিরাকার ব্রহ্ম হিসেবে ধ্যান করেন। এই দ্বৈত ধারণাই হিন্দুধর্মের ভাবনায় বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। উপনিষদের বিখ্যাত উক্তি–"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"–এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে সত্য আসলে এক, তবে জ্ঞানীরা তাকে নানা নামে ও রূপে অভিহিত করে থাকেন। এছাড়া হিন্দু দর্শনে আত্মা (জীব) ও পরমাত্মা (স্রষ্টা)-এর সম্পর্ক বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। উপনিষদের ভাষায়, "তৎ ত্বম অসি" অর্থাৎ "তুমি সেই"–মানুষের ভেতরেই ঈশ্বরের অংশ নিহিত রয়েছে। তাই ঈশ্বর কেবল বাহ্যিক পূজার উপাস্য নন, তিনি মানুষের অন্তরেও বিরাজমান। এই উপলব্ধি মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা গভীরভাবে ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ ও বহুমাত্রিক (Chandogya Upanishad, 6.8.7)।

হিন্দু ধর্মে উপাসনা একটি বহুমাত্রিক ও সংস্কৃতিনির্ভর প্রক্রিয়া, যা সময়, অঞ্চল ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রভাবে নানা রূপ ধারণ করেছে। মূলত চারটি প্রধান ধারা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়– ১. মূর্তি উপাসনা: দেব-দেবীর মূর্তি বা প্রতিমার মাধ্যমে ঈশ্বরকে স্মরণ ও আরাধনা করা হয়। হিন্দু দর্শনে মূর্তিকে ঈশ্বরের প্রতীক এবং 'সাগুণ ব্রহ্ম'-এর প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মন্দিরে কিংবা গৃহে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২. যজ্ঞ বা হোম: অগ্নিকে মাধ্যম করে দেবতার উদ্দেশ্যে হোম বা অর্ঘ্য প্রদানই যজ্ঞ। প্রাচীন বৈদিক যুগে এটি ছিল হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান উপাসনা-পদ্ধতি। ৩. মন্ত্র

জপ ও ধ্যান: একান্তে বসে নির্দিষ্ট মন্ত্র যেমন "ওঁ নমঃ শিবায়" বা "ওঁ নারায়ণায় নমঃ" জপ করা এবং ঈশ্বরকে অন্তরে উপলব্ধির সাধনা করা ধ্যানের অন্তর্গত। এটি "যোগ" বা "ধ্যানযোগ"-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ৪. কীর্তন ও ভজন: সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের নামগুণ কীর্তন করা ভক্তিমূলক উপাসনার অন্যতম রূপ। বিশেষত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এটি ব্যাপক জনপ্রিয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তি আন্দোলনে এ ধারাকে 'ভক্তিমার্গ' বা ভক্তির পথ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে (Shukla 2020)।

৬.০ তুলনামুলক পর্যালোচনা

আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ - فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون হে কিতাবীগণ! তোমরা এমন কথার দিকে আস যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে নিশ্চয় আমরা মুসলিম (আল-কুরআন, ৩:৬৪)। আল-কুরআনে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খ্রিস্টান) অনুসারীদের উল্লেখ থাকলেও, এটি মূলত বিভিন্ন ধরনের মানুষের দিকে ইঙ্গিত করছে। তাই কোনো ধর্ম বা সেই ধর্মের স্রষ্টার ধারণা শুধুমাত্র সেই ধর্মের অনুসারীদের আচরণ বা আচারের মাধ্যমে বোঝা ঠিক হবে না। প্রায়ই দেখা যায়, অনেক অনুসারী তাদের ধর্ম বা স্রষ্টার সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখেন না। আবার কোনো ধর্মীয় রীতিনীতি বা অনুষ্ঠানও সবসময় সেই ধর্মের মূল বিশ্বাসের প্রতিফলন নাও হতে পারে। অতএব, কোনো ধর্ম বা তার স্রষ্টা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে সরাসরি সেই ধর্মের গ্রন্থ ও লিখিত উৎসের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ সেখানেই সেই ধর্ম ও স্রষ্টার সম্পর্কে সঠিক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

হিন্দু ধর্মের অনেক গুলো ধর্মগ্রন্থ আছে। এর মধ্যে 'বেদকে' বলা হয়ে থাকে সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। যদি অন্য কোন হিন্দু ধমগ্রন্থের কথা বেদের সাথে না মেলে সেক্ষেত্রে বেদ কেই মানা হবে। ইসলামের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ হলো আল-কুরআন; এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা হিসেবে সহিহ হাদিস গ্রন্থ গুলো উল্লেখযোগ্য। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّآ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالۡحَقِّ - فَمَنِ اہۡتَدٰى فَلِنَفۡسِهٖ - وَمَنۡ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَا - وَمَاۤ اَنۡتَ عَلَيۡهِمۡ بِوَكِيۡلٍ হে রাসূল! আমি মানুষের কল্যাণার্থে তোমার প্রতি সত্যসহ এই কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিক পথে এসে যাবে সে আসবে নিজেরই কল্যাণার্থে আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করবে সে তার পথভ্রষ্টতা দ্বারা নিজেরই ক্ষতি করবে আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও (আল-কুরআন, ৩৯:৪১)।

কোনো ব্যক্তি যদি তার ধর্মীয় বিশ্বাস বা মত প্রকাশ করেন, আমরা তা গ্রহণ করি তখনই যখন তার কথা ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তবে যদি তার কথাবার্তা, আচরণ বা কর্মকাণ্ড ধর্মগ্রন্থের মূলনীতির বিপরীতে হয়, তখন আমরা তা গ্রহণ করি না। মূলত, ধর্মের ধারণা ধর্মগ্রন্থের আলোকে বিবেচনা করা হয়েছে। ধর্ম এবং স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের জীবনের গভীর এক দিক, যা যুগে যুগে চিন্তা, সংস্কৃতি এবং আচরণে প্রভাব ফেলে এসেছে। তবে বিশ্বাস মানে কোনো অন্ধ অনুসরণ নয়।

অনেক মানুষ ধর্মের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন, চিন্তা করেন এবং যুক্তির মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব বা ধর্মীয় দর্শন বোঝার চেষ্টা করেন। এই অনুসন্ধানই তাদের আধ্যাত্মিকতার গভীরতায় পৌঁছে দেয়।

হিন্দুধর্মে স্রষ্টার ধারণা নিয়ে মানুষের মধ্যে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। এক পক্ষ হলো সাধারণ হিন্দু, যারা প্রায়শই দেবতাদের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্ত থাকেন। তাদের কাছে স্রষ্টার ধারণা বহুবিধ–কেউ তিনজন দেবতার কথা বলেন, কেউ শতাধিক, আবার কেউ ৩৩ কোটি দেবতার উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, যারা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ এবং দর্শনের প্রতি জ্ঞানসম্পন্ন, তারা বলেন মূলত এক একক স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা। সাধারণ হিন্দুরা প্রাকৃতিক এবং দৈব জাগতিক উপাদান–যেমন গাছ, চাঁদ, আগুন, সাপ ইত্যাদিকে আলাদা আলাদা স্রষ্টা মনে করেন। কিন্তু মুসলিমদের দৃষ্টিতে সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, একমাত্র সর্বশক্তিমান স্রষ্টারই অবতার। আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا 'তোমরা এমন কথার দিকে আস যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান (আল-কুরআন, ৩:৬৪)।' তোমাদের ও আমাদের মধ্যে প্রথম সাদৃশ্যটা হলো অন্য কারো ইবাদাত করিনা আল্লাহ ব্যতীত এবং তার সাথে অন্য কারোর শরিক করি না।

৭.০ স্রষ্টার ধারণা

ইসলামে স্রষ্টার ধারণা একাধিক দিক থেকে একত্ববাদের (তাওহীদ) ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোনো অংশীদার নেই। ইসলামে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণভাবে হারাম। আল্লাহ কারো থেকে জন্ম নেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দিতে পারেনি। বিশ্বজাহানের সকল সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি, যারা সবসময় তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ অসীম, সকল নিয়ামতের প্রকৃত মালিক এবং পৃথিবীর সবকিছুর প্রতি মানুষের মুখাপেক্ষী।

পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার ধারণা তুলনামূলকভাবে জটিল। এখানে একদিকে বহুদেবতার পূজা ব্যবহৃত হলেও অন্যদিকে ব্রহ্মাকে সর্বোচ্চ সত্তা হিসেবে স্বীকার করা হয়। হিন্দু ধর্মে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নেই, ফলে সৃষ্টিকে স্রষ্টার মতোই পূজার জন্য গণ্য করা হয়। তবে ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে ব্রহ্মের একাত্মবাদকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ইসলামে প্রধান ও একমাত্র ধর্মগ্রন্থ হলো কুরআনুল কারীম, যা বিভিন্ন সহায়ক সহিহ কিতাবের সঙ্গে সমন্বয় রূপে ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে। কুরআনুল কারীমে স্রষ্টার গুণাবলি, তাঁর বিধিবিধান, কর্তৃত্ব ও বিশ্বাসের মূল বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে স্রষ্টার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিরসত্য ও নির্ভুলভাবে উপস্থাপিত, যা ঈমানদারদের জন্য এক অপরিসীম দিশারী হিসেবে কাজ করে।

পক্ষান্তরে, হিন্দু ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বেদ (ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ), উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং ভগবত গীতা। এই গ্রন্থগুলোতে স্রষ্টার গুণাবলি ও বিধিবিধান সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। তবে হিন্দুধর্মে সাধারণত ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেন পুরোহিত বা পণ্ডিতরা, যার ফলে সাধারণ মানুষ সরাসরি ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয় না। এর ফলে স্রষ্টার একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তোলা কিছুটা কঠিন হয়ে ওঠে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-মানুষ সৃষ্টি। ইসলাম ধর্মে মানুষ সৃষ্টির বিষয়ে আল-কুরআনে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম বলে মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম মানব আদম (আ.) কে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেন এবং তারপর তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে তাঁর থেকে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِذْ قَالَ رَبُّكَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سٰجِدِيْنَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ، যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললো, আমি মাঁটি দিয়ে একটি মানব সৃষ্টি করবো। তারপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি তৈরী করে ফেলবো এবং তার মধ্যে নিজের প্রাণ ফুঁকে দিবো। তখন তোমরা তার সামনে সিজদানত হয়ে যেয়ো (আল-কুরআন, ৩৮:৭১-৭২)।

হিন্দু ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বে উল্লেখ আছে যে পরম সত্তা বা ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা), বিষ্ণু (সংরক্ষক) এবং শিব (সংহারক) সৃষ্টির তিনটি প্রধান দিক নিয়ন্ত্রণ করেন। মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'মনু' এবং 'শত্রূপা'কে মানবজাতির আদি পিতা-মাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Shvetashvatara Upanishad Ch.6 v.9)।

উভয় ধর্মেই মানুষ সৃষ্টির পেছনে একক সত্তার উপস্থিতি স্পষ্ট। ইসলামে এটি আল্লাহ, আর হিন্দু ধর্মে ব্রহ্মা বা পরমাত্মা দ্বারা প্রতিফলিত হয়। ইসলাম ধর্মে মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও পরিকল্পনা প্রকাশ পায়। হিন্দু ধর্মেও মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে 'পঞ্চভূত' বা পাঁচটি মৌলিক উপাদান–ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) এবং আকাশ (শূন্য)–দ্বারা।

ইসলামে মানুষের সৃষ্টির প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মে একইভাবে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং মহাভারত-রামায়ণসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত। উভয় ধর্মে সৃষ্টির বিষয়টি গভীর দর্শন, আধ্যাত্মিকতা এবং একক সৃষ্টিকর্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতিফলন। এই তফাত ও মিল বোঝার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মান এবং ধর্মীয় সহনশীলতা আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব।

৮.০ উপসংহার

মানবজীবনে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্ম কেবল আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে না, বরং এটি মানুষের চিন্তাভাবনা, আচরণ ও সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোও নির্ধারণ করে। ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে স্রষ্টার ধারণা এই প্রেক্ষাপটে একটি মৌলিক ভিন্নতা ফুটিয়ে তোলে। ইসলামে আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদ সর্বমুখী, যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান। মুসলিমরা বিশ্বাস করে, আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মানবজীবনের শেষ পরিণতি নির্ধারক। এই একত্ববাদিক দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিমদের নৈতিকতা, জীবনাচরণ ও দুনিয়া ও পরকালীন দায়িত্বের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। অপরদিকে, হিন্দুধর্মে স্রষ্টার ধারণা বহুমাত্রিক এবং জটিল। ব্রহ্মকে সর্বোচ্চ সত্তা হিসেবে মানা হলেও, বিভিন্ন দেব-দেবীর মাধ্যমে উপাসনার প্রচলন স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ককে বহু দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়। হিন্দুধর্মে কখনো নিরাকার ব্রহ্মের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনা, আবার কখনো বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার মাধ্যমে ভক্তিপূর্ণ আচরণ দৃঢ় হয়। এই বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দু সমাজে নৈতিকতা, ধর্মাচার এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

অতএব, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম উভয়েই স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসকে মানবজীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে, তবে তাদের উপস্থাপন ও আচারপদ্ধতি পৃথক। ইসলামে একত্ববাদিক, সুনির্দিষ্ট ও সরল

উপস্থাপনা প্রাধান্য পায়, যেখানে হিন্দুধর্মে বহুমুখী ও দার্শনিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে, ধর্ম মানবসভ্যতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে স্রষ্টার ধারণা মানবজীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা ও উপাসনার পথনির্দেশনায় মূল ভূমিকা পালন করে।

Author's Declaration

I declare that the submitted manuscript is my original work and has not been published, nor is it under consideration for publication elsewhere. All sources have been properly cited, and the work is free from plagiarism, falsification, and fabrication. Any use of Artificial Intelligence (AI) tools in preparing this manuscript has been transparently disclosed, and full responsibility for the content rests with the author.

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরতবী, আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদ বিন আহমাদ, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, (কায়রো: মাকতাবাতুস সাফা-‘ আরাবি, ৭ম সং, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.)।

আল-আযহারী, মুহাম্মাদ ‘আলা উদ্দীন, *আরবী বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬৬;

ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল-‘আরব* (বৈরূত: দারু-ইহ্‌ইয়াইত্-তুরাসিল-‘আরাবি, ২য় সং, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.)।

মুহাম্মাদ মুস্তফা আল-ফায়দ আল-হুসাইন আল-জাবিদি, *তাজুল আরুস* (কায়রো: দারুল ফিকর-‘আরাবি, ৭ম সং, ১৪৩২হি./২০১১ খ্রি.)।

মা‘লূফ, লুইস, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ ওয়াল ‘আলম* (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল মাশরিকাহ, ১৩তম সং, ১৯৯০ খ্রি.)।

মোস্তফা, ড. ইবরাহীম ও অন্যান্য, *আল-মু‘জামুল ওয়াসীত* (দেওবন্দ: কুতুবখানা হুসাইনিয়া, ১৯৯৬ খ্রি.)।

মুহাম্মাদ আবী হামিদ আল-গাযালী, *ইহ্‌ইয়াউ ‘উলূমিদ্দীন*, ২য় খণ্ড (প্রকাশনা স্থানের উল্লেখ নেই: দারুল খায়র, ২য় সং., ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.)।

সিরাজুল ইসলাম কর্তক সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.)।

ব্যোত্তজ, প্রতিমা, *হিন্দুধর্মের স্বরূপ* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১২ বঙ্গাব্দ)

হোসেন, ড. মোহাম্মদ বেলাল, *তুলনামূলক ধর্ম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২য় সংস্ক, ২০২৩ খ্রি.)।

স্বামী বিষ্ণু শিবানন্দ গিরি, *হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা* (কলকাতা: আনন্দ বুক হাউজ, ১৯৫৩)।

বুকায়লি, ড. মরিস। *দ্য বাইবেল দ্য কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স* (প্যারিস: সেগার্স প্রকাশনী ১ম সং, ১৯৭৬ খ্রি.) পৃ. ১৭২।

বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল *সহীহুল বুখারী* (বৈরুত: দারু ইবনে কাসির, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.)।

মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হজ্জাজ বিন। *সহীহুল মুসলিম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.)।

তাইমিয়্যা, আহমাদ বিন আব্দুল হালীম বিন। *বায়ান তালমিস আল জাহমিয়্যাহ* (রিয়াদ: দারুল কাসিম ‘আরাবি’, ১৪২৬)।

আল-গাজালী, আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ। *ইহইয়া উলুম আদ-দীন* (রিয়াদ: দারুল মিনহাজ ‘আরাবি’ ১৪৪৩ হি./২০২১ খ্রি.)।

আত-তাবারী, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারীর *জামিউল বায়ান আত তা‘ওয়ীলুল কুরআন* (কায়রো: দারুল মায়ারিফ, ‘আরাবি’, ১৩২১ হি.)।

আদ-দারেমী, মুহাম্মদ ইবন হিব্বান সহীহ ইবন হিব্বান (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.)।

আযম, অধ্যাপক গোলাম *আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সর্ম্পক* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সং, ১৪১৯ হি./ ২০০৮ খ্রি.)।

Bhagavad Gita Beverslues, Joel D. *A Source Book for Earths Community of Religions* (New York: Global Education Associates, 1995).

Chandogya Upanishad Hexham, Irving. *Concise Dictionary of Religion* (England: Monfort Street, 1998), p. 10.4

Müller, Friedrich Max. *Lectures on the Origin and Growth of Religion as Illustrated by the Religions of India* (Longmans, Green and Co. 1878 CE.), p. 409 ।

Shvetashvatara Upanishad

Rigveda Shukla, Suhag. "How to Conduct a Traditional 16-Step Hindu Puja." Hindu American Foundation, November 11, 2020. https://www.hinduamerican.org/blog/hindu-puja-instructions; "Kirtan and Bhajan in Bhakti Traditions." Brill's Encyclopedia of Hinduism, accessed September 9, 2025. https://www.academia.edu/11314886/Brills_Encyclopedia_of_Hinduism_Kirtan_and_Bhajan_in_Bhakti_Traditions.

Vivekananda, Swami. *The Complete Works of Swami Vivekananda* (Delhi: Uttarakhand Advaita Ashrama, 1907 CE).

wehr, Hans. Dictionary of Modern Written Arabic (New York: Spoken Language Servicesinc, 1976)